নাগরিকদের কর্তব্য এবং অধিকার

অধিকার এবং কর্তব্য একে অন্যের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। যেখানে অধিকার আছে সেখানেই কর্তব্য আছে। আবার যেখানে কর্তব্য সেখানেই অধিকার। সংবিধানে অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তব্য গুলি এইরূপ :

সংবিধান পালন করা :

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সংবিধানে বলা হয়েছে এমন সকল বিষয় পালন করা। সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীতকে মান্য করা। অর্থাৎ যখন জাতীয় সঙ্গীত (জন গণ মন গান) গাওয়া হয় বা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় তখন প্রত্যেকের উচিত সাবধান অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানানো।

* জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় দেখতে হবে, যাতে পতাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। নোংরা, কুচকানো এবং ছেড়া পতাকা উত্তোলন করা চলবে না।
* যদি ছেড়া অবস্থায় পতাকা রাস্তা বা কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে টুকরো গুলি একত্রিত করে পুতে মাটি চাপা দিতে হবে, যাতে পায়ে না লাগে।
* সংসদ, বিধানসভায় তৈরী হওয়া আইন-কানুন মেনে চলা। আদালতের দেওয়া নির্দেশ সম্মানের সহিত পালন করা।

আদর্শ পালন করা :

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের দেশে যে সকল ভারতবাসী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে সম্মান প্রদান করা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর্শ পালন করা।

দেশের অখণ্ডতা ও একতা বজায় রাখা :

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য দেশের একতা বজায় রাখা। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করা। ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ, সম্প্রদায় এইসব ভাবনা থেকে দূরে থাকা। দেশের সাম্প্রদায়িকতা রক্ষাকরা।

দেশকে রক্ষা করা :

দেশকে রক্ষাকরা সকল নাগরিকের কর্তব্য। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের দেশের জন্য সেবা করা উচিত। দেশের সঙ্কট কালে সকলকে সজযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

সংরক্ষণতা এবং সমান ভ্রাতৃত্ববোধ :

সকল ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো প্রয়োজন, যাতে যে কোন ধর্ম, ভাষা, উৎসবে এর প্রভাব পড়ে। মহিলাদের সম্মানহানি করে এমন সব প্রথার ত্যাগ করা উচিত।

দেশের গৌরব রক্ষা করা :

আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়ক দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলি রক্ষা করা :

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন— বন, জলাশয়, নদীনালা, বন্য প্রাণী এদেরকে রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা হলেই মানব জাতি সুরক্ষিত হবে। বন রক্ষা করার সাথে-সাথে সবুজ বনায়ন তৈরী করাও দরকার। জল, বায়ু দূষণ মুক্ত রাখার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি জলের অপচয় বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ :

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ, মানববাদ এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ করা। দীর্ঘ দিনের অন্ধবিশ্বাস, কুপ্রথা ইত্যাদি ত্যাগ করা কর্তব্য। ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জ্ঞান বাড়ানো। প্রত্যেকের প্রতি মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী রাখা।

সর্বজনীন সম্পত্তি রক্ষা করা :

সর্বজনীন সম্পত্তি গুলি রক্ষা করা এবং নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা। যদি কেউ কোন সর্বজনীন সম্পত্তি যেমন - বাস, দালানকোঠা, সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে তাকে বাঁধা দেওয়া।

সমষ্টিগত গতিবিধির পদোন্নতি দেওয়া :

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত এমন সকল কাজে যোগ দেওয়া, যেগুলিতে দেশের এবং দেশবাসীর উন্নতি ঘটে। দেশকে উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে সকলকে একমত হতে হবে।

শিশু শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া :

* ছয় বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক সকল বালক বালিকাদের স্কুলে পাঠানো এবং তাদের লেখা পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া সকল মাত-পিতার কর্তব্য।

অন্যান্য কর্তব্য :

* নাগরিকদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার আইন তৈরী করে থাকেন। নাগরিকগণ সেই আইন মেনে চলবেন।
* রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, আর তার জন্যই রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদয় করে থাকে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য স্বেচ্ছায় করা প্রদান করা।
* প্রজাতান্ত্রিক দেশ জনগণের দ্বারা শাসিত। আমাদের দেশে নাগরিকদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হয়। সুনাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য নির্ভয়ে ভোট দেওয়া।
* সার্বজনিক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর, উক্ত পদের কর্তব্য পালন করা। কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে স্বাধীন ভাবে কাজ করা। প্রত্যেক নাগরিকের তাদের সমাজ, পরিবার, প্রতিবেশীদের উপর কিছু না কিছু কর্তব্য থাকে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন করা।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার :

আমাদের সংবিধান আমাদের কিছু মৌলিক অধিকার দিয়েছে। এই অধিকার প্রয়োগ করে ব্যক্তি নিজে, নিজের পরিবার এবং সমাজের উন্নতি লাভের জন্য সহযোগিতা করতে পারেন। আমাদের মৌলিক অধিকার গুলি নিম্নরূপ:

সাম্যের অধিকার :

কোন নাগরিককে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা এবং রাজ্যের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা চলবে না।

স্বাধীনতার অধিকার :

* এই অধিকারে সবাইকে স্বাধীনভাবে কথা বলার, ভাষণ দেবার, নিজেদের মত বিনিময়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।
* সকল নাগরিক দেশের যে কোন অংশে স্বাধীন ভাবে আসা যাওয়া করতে পারবে।
* দেশের যে কোন অংশে বসবাস করার স্বাধীনতা থাকবে।
* স্বাধীনভাবে পয়সা রোজগার এবং খরচ করার অধিকার থাকবে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

* চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সী কোন বাচ্চাকে কোন কারখানায়, খনি বা কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগানো যাবে না।
* কোন মানুষকে কেনাবেচা অর্থাৎ ক্রীতদাসে পরিণত করা যাবে না।
* কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করানো যাবে না।
* বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে বেগার খাটানো যাবে না।
* শোষণকে ঘোর অপরাধ মান্য করা হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম মানা বা পালন করার স্বাধীনতা আছে।
* কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য না করা।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার :

ভারতবাসী হিসাবে প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভের অর্থাৎ পড়া এবং লেখার সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অধিকার :

* এই অধিকারে বলা হয়েছে, সরকার অথবা কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যদি এমন কিছু ঘটে তাহলে আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন। কোর্ট উক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে।
* আইন ভঙ্গ না করা পর্যন্ত কোন নাগরিক নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন না।
* কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করলে তার বিরুদ্ধে একের বেশি মোকদ্দমা চালানো যাবে না।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ

বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ১